গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।
www.dae.gov.bd

বিষয় ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ৪৮ তম সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান ঃ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের সভা কক্ষ।
তারিখ ঃ ০৪/১০/২০১৮ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
সভাপতি ঃ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযুক্ত।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি উপস্থিত সদস্যদের সংগে কুশলাদী বিনিময় করেন। বিভাগীয় সম্পদ রক্ষায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমুহের বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের সংগে মত বিনিময় করেন। এছাড়া মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ হাজির থাকতে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়। গত সভার কার্যবিবরণী সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয়। সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। **উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সভায় সংশ্লিষ্ট মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম/অগ্রগতি লিখিত আকারে সদর দপ্তরে দাখিল করতে হবে।**

অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

ক্র. নং	বিবরণ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ০৩.৫১ একর জমির মালিকানা সংক্রান্ত সিভিল রিভিশন-৩১৪/০৫ মামলার রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। তবে সরকারের প্রতিপক্ষের আবেদনের ফলে ১৩/১২/২০১৭ তারিখ থেকে ৬ সপ্তাহের স্থিতাবস্থা জারি করা হয়েছে। মামলাটি চলমান আছে এবং কেভিয়েট করা হয়েছে।	প্রতিপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সে বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে এবং মামলাটির স্থিতাবস্থা ভ্যাকেট করার ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিষয়টি ফলো-আপ করতে হবে।	ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, ঢাকা
২.	সাভার হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৬৫ একর জমির জাল দলিল সংক্রান্ত দুদক এর বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১১/০৮ (২২/৯০ হতে পরিবর্তিত) এর বাদী/ তদন্তকারী কর্মকর্তা মৃত্যুবরণ করায় এবং মামলার সিডি না পাওয়ায় সিডি প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক কোর্টে মাধ্যমে দুদক বরাবর পত্র দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।	সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে দুদক বরাবর আবেদন জানাতে হবে এবং সিডি তৈরীর কাজ করতে হবে।	ঐ
৩.	সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক বজলুল করিম গং দেঃ মোঃ নং ৬০/৯১ দায়ের করলে বাদী পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে সরকার আপীল মামলা নং-১/১২ মামলা দায়ের করলে মহামান্য আদালত নিম্ন আদালতে মোকদ্দমাটি পুন:শুনানির আদেশ প্রদান করলে সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। ডিডি, ডিএই জানান যে, প্রতিপক্ষ জেলা জজ কোর্টের আপীল নং- ৩৩২/১৭ দায়ের করেছেন। এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ- ০৮/১০/২০১৮।	আপীল মামলা নং- ৬০/৯১ এর রায়ের কপি উত্তোলন করতে হবে। জেলা জজ কোর্টের মামলা নং-৩৩২/১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ঐ
৪.	সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে যুগ্ম জেলা জজ ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা এর মামলা নং-১৭৩/০৯ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় সোবহানবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ২.৪৭৫ একর জমি জড়িত রয়েছে। বর্তমানে মামলায় স্বাক্ষী পর্যায়ে আছে। নতুন দায়েরকৃত মামলা নং-৬১৫/১৭। গত ১৯/০৭/২০১৮ তারিখে মামলাটি খারিজ হয়েছে।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট কোর্টে উপস্থাপন এবং মামলার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	ঐ
৫.	রাজালাখ হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে মো: শাহেদ এর পক্ষে আম-মোক্তার নূরউদ্দীন চৌধুরী দেঃ মোঃ নং- ১০৯৫/১২ দায়ের করেছেন। যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, ঢাকায় মামলাটি খারিজের দরখাস্ত দেয়া হয়েছে। ১৮/০৯/১৮ খ্রিঃ তারিখে আরজি খারিজের শুনানির জন্য ছিল। কিন্তু শুনানী হয়নি। মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষমান। সাভার কোর্টে নতুন দায়েরকৃত মামলা নং- ৭২৬/১৪ এ পক্ষভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। লীজমানি পরিশোধ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট আদালতে দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-২৮/১০/২০১৮।	মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিডি, মাশরুম উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।
৬.	বগুড়া কৃষি অফিসের সিএস ১২১৬ দাগের ০.২১৭৫ একর ও ১২১০ দাগের ০.০৫২৫ একর জমির ক্ষতিপূরণ নোটিশ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে মোকাদ্দমা দায়ের করলে তাদের পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে ডিডি, ডিএই বগুড়া ১২১৬ দাগের জমির মালিকানা দাবী করে ১৮৪/১৪ ও ১২১০ দাগের জমির মালিকানা দাবি করে ১৮৫/১৪ দেওয়ানী মামলা দায়ের করেন। মামলা দু'টি বর্তমানে জবাব দাখিল পর্যায়ে রয়েছে।	(ক) বগুড়া আদালতে দায়েরকৃত ১৮৪/১৪, ১৮৫/১৪ সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। (খ) সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ এর রায়ের সার্টিফাইড কপি সিভিল রুল-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ মামলার নথিতে সামিল করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, বগুড়া।

	মামলার কোর্ট পরিবর্তনের কারণে পরবর্তী তারিখ পড়েনি। এছাড়া উক্ত দাগ দুটির জমির বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে সিভিল রুল নং-৭০(কন)/২০১৭ এবং সিপি ৩৫৪/২০১৭ দায়ের করা হয়েছে। মামলাগুলো লিস্টে আসেনি। সিএ নং-৮৮/১১ ও ৮৯/১১ এর রায়ের সার্টিফাইড কপি উত্তোলন করে উক্ত মামলাদ্বয়ে দাখিল করা প্রয়োজন।		
৭.	বগুড়া টুইন গোডাউনের মালিকানা ফিরিয়ে পাবার নিমিত্তে ডিডি, ডিএই, বগুড়া সি. সহঃ জজ আদালত বগুড়া-তে দে: মো: নং-৪০৬/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। মামলাটি ৩০/১০/১৮ তারিখে শুনানীর জন্য ছিল। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় সভা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক ১৫/০৭/২০১৮ তারিখে বিষয়টি জেলা প্রশাসক, বগুড়া-কে জানিয়ে দিয়েছে।	(ক) আগামী সভার পূর্বে সকল ডকুমেন্ট জেলা প্রশাসক, বগুড়া এর নিকট প্রেরণপূর্বক তার সভাপতিত্বে ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের বিষয়ে পত্র দিতে হবে। (খ) বিএডিসিকে নাদাবী পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে হবে। (গ) জেলা প্রশাসক, বগুড়া'র সাথে ডিএই'র প্রধান কার্যালয় হতে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিষয়টি তরান্বিত করতে হবে।	(ক) চেয়ারম্যান, বিএডিসি (খ) ডিডি, ডিএই, বগুড়া।
৮.	বগুড়া হর্টিকালচার সেন্টারের জমির মালিকানা দাবী করে ডিডি বগুড়া দেঃ মোঃ নং- ৬৬/৯৯ দায়ের করেন। ডিডি, ডিএই জানান যে, উক্ত মামলাটি খারিজ হওয়ার পর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আপীল মামলা নং-২৫৫/১৫ দায়ের করার পর হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নিম্ন আদালতের ৬৬/৯৯ মোকদ্দমার নথি চাওয়া হয়েছে, যা এখনও আসেনি। তাছাড়া ২৭জন বিবাদীর মধ্যে ৯ জন বিবাদী ওকালত নামা দাখিল করেছেন। বাকী বিবাদীগণ ওকালত নামা দাখিল করেন নাই। মামলাটি কজলিস্টে আসে নাই।	মামলাটি মেনশন করে কজ লিস্টে আনতে হবে। এখনো মামলাটি কজ লিস্টে আসেনি।	ডিজি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা
৯.	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার নুরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক রানা আওয়ান গাজীপুর জেলায় যুগ্ম-জেলা-জজ ২য় আদালতে দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪ দায়ের করেন। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। মামলাটি ১৩/১১/১৮ তারিখে শুনানীর জন্য ছিল। এছাড়া উক্ত জমির প্রায় ২৫০০ ফিট সীমানা প্রাচীর ভেংগে সড়ক ও জনপথ বিভাগ রাস্তা তৈরি করছে। উক্ত জমির ক্ষতিপুরনের অর্থ প্রাপ্যতার জন্য ডিএই কর্তৃক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাব।	(ক) দায়েরকৃত দেঃ মোঃ নং-২৩৭/২০১৪ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। (খ) ডিএই'র অনুরোধপত্র প্রাপ্তির পর কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ক্ষতিপূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে হবে। (গ) রীট পিটিশন নং ২৭৬৬/১৪ মামলাটি মেনশন করে কজ লিস্টে আনতে হবে।	ডিজি, ডিএই/ডিডি, নুরবাগ, হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর/ আইন অধিশাখা
১০.	গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ১.৩৮ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ ৬২/৬৪ নং মোকদ্দমার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে নামজারী করে নেয়। পরবর্তীতে ডিডি, ডিএই কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-২২১/১৪ দায়ের করা হয় এবং মামলাটি ২৬/১১/১৮ তারিখে শুনানীর জন্য ছিল।	(ক) গাজীপুর জেলা জজ আদালতে যোগাযোগ করে মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিডি, হর্টিকালচার সেন্টার পোড়াবাড়ি, গাজীপুর।
১১.	ডিএই'র অধিগ্রহনকৃত খাগড়াছড়ি খেজুরবাগান হর্টিকালচার সেন্টারের গোলাবাড়ী অংশের ২২.০০ একর জমি স্থানীয় জেলা পরিষদের সাথে চুক্তি থাকায় জেলা পরিষদ দখল করে নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হলেও আমলে নিচ্ছেন না বলে জানানো হয়। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণায়ের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) রয়েছে। উক্ত MoU এর আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। হিল প্যাড়াডাইজ বহুমুখী সমবায় সমিতি লীজ চায় জেলা পরিষদের মাধ্যমে। মন্ত্রণালয় থেকে ডিসিকে নির্দেশনা দিয়ে পত্র দেয়া প্রয়োজন।	(ক) MoU এর কপি সংগ্রহ করতে হবে এবং করনীয় নির্ধারণ করতে হবে। MoU এর আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (খ) কৃষি খামার সড়কে অবস্থিত ডিএই'র বিল্ডিং অফিস স্থাপনা হতে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাইনবোর্ড অপসারণ করতে হবে।	সম্প্রসারণ উইং/ডিজি, ডিএই
১২.	(ক) ডিএই'র উদ্ভিদ সংরক্ষণ গুদামের জন্য অধিগ্রহণকৃত যাত্রাবাড়ির ১.৪৪৭৬ একর সম্পত্তির মধ্যে ০.০৯৭৫ একর জমির মালিকানা দাবী করে জনৈক আব্দুল হাই দেঃ মোঃ নং-১৮৮/১১ দায়ের করেছেন। মামলাটির শুনানীর তারিখ নির্ধারণ পর্যায় রয়েছে। মামলাটি ২৮/১০/১৮ তারিখ এসডি'র জন্য ছিল। (খ) এছাড়াও উক্ত জমির মালিকানা দাবীতে জনৈক খোরশেদ আলম ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৪৬৬/১৩ দায়ের করেছেন। মামলাটি ১৪/১০/১৮ তারিখে শুনানীর জন্য ছিল। ডিডি, আইন অধিশাখা জানান যে, সরকারী আইনজীবী নিয়োজিত নেই বিধায় সরকারী আইনজীবী নিয়োগ করা প্রয়োজন। (গ) ডিএই কর্তৃক সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৪র্থ যুগ্ম-জেলা জজ আদালতে দেঃ মোকঃ নং-৫৯১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি পূর্ববর্তী তারিখ ছিল ১৪/১১/২০১৮। এ মামলায় সরকারী উকিল	(ক) মামলায় নিয়োজিত কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (খ) সরকারী এবং বেসরকারী আইনজীবীর সমন্বয়ে উক্ত মামলাসমূহ মোকাবেলা করতে হবে।	ডিজি, ডিএই

	নিয়োগের জন্য ডিএই হতে বিজ্ঞ জিপি-কে পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন। ৫৬ জন ওয়ারিশের মধ্যে ১ জন মৃত। মৃত ব্যক্তির ২ জন ওয়ারিশ। এদের ১ জন রাশিয়ায় বসবাস করেন। ঠিকানা সংগ্রহ করে পত্র দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।		
১৩.	(ক) ধোলাইপাড় বীজাগারের ০.০৮ একর জমির দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে জমির পার্শ্ববর্তী ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় ৭ম সহঃ জজ আদালত, ঢাকায় টিএস নং-২২৭/১০ মামলাটি দায়ের করেন। ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতের পরিবর্তিত মোকদ্দমা নং-১০১/১৬। মামলাটি ১৯/১১/২০১৮ তারিখে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ছিল। মামলাটির বিবাদী পক্ষভুক্ত হয়েছে। উক্ত জমি কিভাবে পাওয়া গিয়েছে, তা ৫ম সাব জজ আদালতের ৫৪/১৯৭৪ মোকদ্দমার রায়ে উল্লেখ আছে। ৫৪/৭৪ মামলার রায় সংগ্রহ করা হয়েছে। (খ) ধোলাইপাড় বীজাগারের জমির সিটি জরীপে ভুল দাগ নম্বর রেকর্ড হওয়ায় উহা সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে ৪র্থ যুগ্ম-জজ আদালতে দেঃমোঃ নং- ৮৪৩/১১ দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি ২৯/১১/১৮ তারিখে এসডি পর্যায়ে ছিল।	(ক) সরকার পক্ষে মালিকানার দাবীর স্বপক্ষে ৫৪/১৯৭৪ দেওয়ানী মামলার রায়ের কপি অন্যান্য মামলার নথিতে সামিল করার জন্য দাখিল করতে হবে। (খ) শুনানীর নির্ধারিত দিনে বিজ্ঞ জিপিসহ ডিএই'র কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে তৎপর থাকতে হবে।	ডিডি, ডিএই, ঢাকা।
১৪.	ডিএই'র ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা মৌজার ০.২৪ একর জমির মালিকানা দাবী করে সুরাইয়া ফেরদৌস রৌশন আক্তার ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঢাকায় দেঃ মোঃ নং-৩৪২/১৪ দায়ের করেছেন। দেওয়ানী মামলাটি হাই কোর্টে স্থানান্তর করা হয়। সিভিল রিভিশন- ২৭৪/২০১৬ মামলাটি চলমান। মামলার নথি সেকশনে আছে। মামলার জবাব দেয়ার প্রস্তুতি চলছে। উক্ত জমিতে প্রবেশের জন্য রাস্তা না থাকায় ব্যক্তি মালিকানার ০.০৮ একর জমি রাস্তার জন্য অধিগ্রহণ প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বলে ডিএই'র প্রতিনিধি জনান। জমি অধিগ্রহণের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।	(ক) মামলাটি মোকাবেলার যথাযথ পদক্ষে গ্রহণ করতে হবে। (খ) সম্প্রসারণ উইং ও ডিএই জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. সম্প্রসারণ উইং গ. ডিডি,ডিএই, ঢাকা।
১৫.	ঢাকা জেলার ডেমরা থানার কায়েতপাড়ায় ০.২০ একর জমির কিছু অংশ দখলে নেই। কায়েত পাড়া মৌজার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য প্রশাসক বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর সাথে যোগাযোগ করে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং তাগিদপত্র দিতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি,ডিএই, ঢাকা
১৬.	ডিএইর মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার ০.০৮ একর জমি অবৈধভাবে দখলে নেয়ার কারণে উক্ত জমির মালিকানা দাবীতে মামলা দায়ের করা হলে সরকারের পক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বাদীগণ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে মুন্সিগঞ্জ জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল মোঃ নং- ৩০৩/১৭ দায়ের করেন। অতঃপর মামলাটি মুন্সিগঞ্জ জেলা জজ আদালত হতে ঢাকা জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর করা হয়েছে। মামলাটি ১৬/১০/১৮ তারিখে শুনানীর জন্য ছিল। বর্ণিত মামলা পরিচালনার জন্য সরকারি আইনজীবী অনীহা প্রকাশ করেছে, তবে বেসরকারি আইনজীবী ড. মোঃ জামিরুল আক্তারের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।	বর্ণিত মোকাদ্দমাটি পরিচালনার জন্য আইনজীবীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তৎপর থাকতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি,ডিএই, মুন্সিগঞ্জ।
১৭.	ডিএই'র মোহাম্মদপুর কৃষি অফিসের ০.০৮ একর জমি আফসার সুলতানা গং এসএ রেকর্ডীয় মালিকের ওয়ারিশের নিকট হতে ক্রয় করে সিটি জরিপে তাদের নামে রেকর্ড করে নিয়েছেন। পরবর্তীতে সিটি জরিপ রেকর্ড সংশোধনের জন্য ডিএই ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৩৭৯/১৬ (পরিবর্তিত) দায়ের করে। মামলাটি ১৪/১০/১৮ তারিখে সাক্ষীর জন্য ছিল। সরকার প্রতিপক্ষকে উচ্ছেদের জন্য দায়েরকৃত ৮৭৮/১৩ নং উচ্ছেদের মামলা চলমান আছে। উক্ত মামলাটি ০৩/১০/১৮ তারিখে বাদীর স্বাক্ষ্য গ্রহণের জন্য নির্ধারিত ছিল। উচ্ছেদ মামলায় বাদীপক্ষ টাইম পিটিশনের আবেদন করেছেন। আরো জানানো হয় যে, অন্য কেউ উক্ত জমিতে সাইন বোর্ড টাংগালে তা রাখা না রাখার পক্ষে মতামত দেয়া হয়।	বিজ্ঞ জিপি/আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত দিনে আইনজীবী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিজ্ঞ আদালতে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং উক্ত জমিতে সাইনবোর্ড রাখা যাবে না।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, ঢাকা।
১৮.	গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ৩৩.২৯ একর জমি বিএস জরিপে ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে। প্রায় ১৫.৯৪ একর জমি ভিন্ন নামে রেকর্ড হওয়ায় মোট ৯৮টি আপত্তি দাখিল করা হয়। উক্ত আপত্তির মধ্যে ৩৬টির আদেশ সরকারের পক্ষে হয় এবং ৬২ টির আদেশ সরকারের বিপক্ষে হয়। সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়া ৬২টি আপত্তির বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর বরাবর আপীল দায়ের করা হয়েছে মর্মে জনানো হয়। ৬২টি আপত্তির মধ্যে ২২টির দলিল সংগ্রহ করা হয়েছে। দলিলগুলো রংপুর সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর বরাবর প্রেরণে প্রক্রিয়াধীন। বাকী ৪০টির সংগ্রহের কাজ চলছে।	(ক) সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়া ৬২টি আপত্তির বিষয়ে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, রংপুর বরাবর দায়েরকৃত আপীল শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) আগামী এক মাসের মধ্যে নালিশী জমির দলিলাদির কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, গাইবান্ধা

১৯.	ময়মনসিংহ টাউন মৌজার ডিএই'র অফিস কাম বাসভবন নির্মাণের জন্য ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৩৬৩২ একর জমি ব্যক্তির নামে ও ০.১৫৬৮ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত ০.৫২ একর জমির মালিকানা দাবী করে ডিএই কর্তৃক যুগ্ম-জেলা জজ আদালত, ময়মনসিংহে দেঃ মোঃ নং-৩৬/১৪ দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি ০৮/১১/২০১৮। ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে-২৮৫/১৬ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি সমন জারীর জন্য পরবর্তী তারিখ-২৩/০৫/১৯। অতীতে গাছ লাগানো হয়েছিল। কিন্তু বাউন্ডারী ওয়াল অনেকাংশে না থাকায় বাচ্চারা খেলাধুলা করার কারণে গাছগুলো বাঁচানো সম্ভব হয়নি।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীসহ ডিএই'র কর্মকর্তা নির্ধারিত তারিখে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। জমির দখল বজায় রাখার জন্য পুনরায় চারপাশে গাছ লাগাতে হবে এবং ভবিষ্যতে দেয়াল নির্মানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, ময়মনসিংহ
২০.	উপজেলা কৃষি অফিস, দাউদকান্দির ০.৩০ শতক জমির মধ্যে ০.০৫ শতক জমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা বরাবর দরখাস্ত দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় আদালতে দেঃ মোঃ নং-১৭৮০/১৫ সরকার পক্ষে জয়লাভ। এছাড়াও পেন্নাই মৌজার সীড ষ্টোরের ০.০৪১৫ একর জমির মধ্যে ০.০২১০ একর জমি উদ্ধারের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করার জন্য কাজ চলমান। চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশিত হয়নি।	(ক) উচ্ছেদের জন্য জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা-কে পত্র দিতে হবে। (খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর উক্ত জমির রেকর্ড সংশোধনে জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, কুমিল্লা
২১.	লক্ষীপুর সদর উপজেলায় ডিএই'র প্রায় ৬০ বছরের দখলীয় ০.০৮ একর বীজগারের জমি জেলা পরিষদ ১৮৯১ সালের এলএ কেসমূলে মালিকানা দাবী করে উক্ত বীজগারের কক্ষ জেলা পরিষদ স্থানীয় বণিক সমিতি-কে ইজারা প্রদান করে। ইতোমধ্যে ইজারার সময় শেষ হলেও দখলকারীগণ কক্ষটি ছেড়ে দেয়নি। এছাড়াও ডিএই কর্তৃক উক্ত জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মো নং-৯৪/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলার শুনানীর তারিখ জানা যায়নি। ১৮৯৪ এর আগে কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। তাই কিভাবে ১৮৯১ সালের অধিগ্রহণ কেস জেলা পরিষদ দেখিয়ে জমি দাবী করে তার জন্য সংশ্লিষ্ট এলএ কেসের ডকুমেন্ট দেখা প্রয়োজন।	(ক) জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদ, লক্ষীপুর বরাবর ডিএই হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উক্ত জমির এলএ কেসের ডকুমেন্ট খুজে সংগ্রহ করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে কপি প্রেরণ করতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, লক্ষীপুর।
২২.	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ এটিআই এর জমির মালিকানা দাবীতে রেকর্ড সংশোধনের জন্য এটিআই কর্তৃক জেনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (জেডএসও) নোয়াখালী আদালতের মিস মোকদ্দমা দে: মো: নং-২৩১/১৫ ও ২৩২/১৫ দায়ের করা হয়েছিল। ২৯/১২/১৫ তারিখে এটিআই এর পক্ষে রায় হয়েছে। রায়ের কপি সংগ্রহ করা হয়েছে। মিস মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে ০৫/০১/১৭ তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি), বেগমগঞ্জ বরাবর নামজারী ও ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। নামজারী প্রক্রিয়াধীন। এছাড়াও জনৈক মাজহারুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত দে: মো: নং ৯৩/২০১৪ করলে এটিআই এর বিপক্ষে রায় হয়েছে। রায়ের নকল নম্বর নং- ৩০৪৯, তারিখ- ১৩/০৯/১৮ সংগ্রহ করা হয়েছে। আপীলের প্রস্তুতি চলমান।	(ক) রায়ের কপি পাওয়া সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিতে হবে। (খ) নামজারী করে ডিএই/মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। নামজারী করার বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে। (গ) দে: মো: ৯৩/১৪ এর রায়ের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
২৩.	(ক) নোয়াখালী জেলায় ফসলে কীট নাশক স্প্রে করার লক্ষ্যে এয়ারষ্ট্রীপ নির্মাণের জন্য ১৯৬৯ সালে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী'র ০১নং খতিয়ান হতে ১৫.৬৬ একর এবং পরবর্তীতে আরো ৩.২৬ একর জমি অধিগ্রহনপূর্বক ডিএইকে প্রদান করা হয়। বিএস জরিপে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর নামে ১৫.৬৬ একর ০১নং খতিয়ানে এবং ৩.২৬ একর ডিএই এর নামে রেকর্ডভূক্ত হয়। ডিএই উক্ত জমি ব্যবহার করলেও ডিসি, নোয়াখালী অদ্যাবধি মালিকানা হস্তান্তর করেননি। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানালে ভূমি মন্ত্রণালয় পূনঃ পরীক্ষা করে বিস্তারিত তথ্যসহ পূনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিসি, নোয়াখালীকে অনুরোধ জানায়। ডিসি, নোয়াখালী এসি ল্যান্ড সদরকে ইউএনও এর সাথে আলাপ করে ও মাঠ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে বলেছে। (খ) এলএ কেশ নং- ২৭/৯৭-৯৮ মূলে ২.০০ একর ডিএইর নামে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমির মূল্য বাবদ ৩.০০ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, নোয়াখালীর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়া হয়েছে। জমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য দুইবার পত্র দেওয়ার পরও কোন উত্তর পাওয়া যাচ্ছেনা। তদবির চলছে।	(ক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে তদবির করে প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং উক্ত পত্র প্রেরণের বিষয়ে তাগিদপত্র দিতে হবে। (খ) তদন্ত কমিটি কর্তৃক সম্প্রতি খুজে পাওয়া এলএ কেস নং- ২৭/৯৮-৯৮ মূলে অধিগ্রহণ করা ২.০০ একর জমির দখল বুঝে নিতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী।
২৪.	নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার রামপুর ইউনিয়ন সীড ষ্টোরের জমির মালিকানা দাবী করে রামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক কোম্পানীগঞ্জ সহঃ জজ আদালতে দেঃ মোঃ নং-৭৩/০৯ দায়ের করেন। এ মামলায় সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়ায় আপীল নং-০২/১৮ দায়ের হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখ ছিল-২১/১০/১৮।	শুনানীর পূর্বে ডিএলআর অফিসে ও জেলা রেজিস্টার অফিসে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/দলিলের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করতে হবে এবং মামলায় উপস্থাপন করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, নোয়াখালী।

২৫.	টাংগাইল ধনবাড়ী হর্টিকালচার সেন্টারের ৫.৯৯ একর জমির মধ্যে ৫.১৩ একর দখলে আছে। অবশিষ্ট জমি কারা কি অবস্থায় আছে এবং বিভিন্ন সংস্থাকে কতটুকু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তার ডকুমেন্ট প্রয়োজন।	(ক) জমি বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত ডকুমেন্টসহ রিপোর্ট এক মাসের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশের পর বাদ পড়া জমির বিষয়ে ল্যান্ডসার্ভে ট্রাইব্যুনালে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, টাংগাইল।
২৬.	ডিএই ফরিদপুর (পাট সম্প্রসারণ) অফিসের ১০ শতক জমির মালিকানা দাবী করে স্থানীয় একটি বিদ্যালয় কর্তৃক দায়েরকৃত সিপিএলএ নং-১৩৬৮/১৪ এলজি হয়েছে। পুনরায় মামলা দায়েরের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে ডিএই কর্তৃক দে: মো: নং-১১/১৫ দায়ের করা হয়েছে।	১১/১৫ মোকদ্দমায় শুনানীতে সংশ্লিষ্ট জিপি/এজিপি এবং ডিএই'র কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, ফরিদপুর।
২৭.	চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নামে এসএ এবং বিআরএস (বিএস) রেকর্ড হয়েছে। জামিলউদ্দিন গং এর নামে মিউটেশনকৃত ৭.০৪ একর জমির নামজারী বাতিলের জন্য যুগ্ম-জেলা জজ ২য় আদালত, চট্টগ্রামে দেঃ মোঃ-৮৪/১৫ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ-০৫/০৩/১৯।	জামিল উদ্দিন গং এর নামে কিসের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার ডকুমেন্ট এসি ল্যান্ড অফিস থেকে সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম
২৮.	ডিএই'র চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলাস্থ ০.৩০ একর জমির নামজারী করা হলেও নুর আহম্মদ গং ৩১/২০০৪ নং মামলা দায়ের করলে সরকার পক্ষে রায় হয়। পরবর্তীতে তিনি ১ম আপীল-২১৫/১২ দায়ের করেন। উক্ত মামলার পেপারবুক ০৩/০৭/১৮ তারিখে জমা দেয়া হয়েছে। সরকার পক্ষ ৮/৮/১৮ তারিখে সলিসিটর অফিসের সিভিল সেকশনে বিবাদী পক্ষের জন্য নির্ধারিত পেপার বুক জমা দিয়ে রিসিভ কপি সংশ্লিষ্ট এফএ শাখায় জমা দেওয়া হয়েছে। নামজারির দরখাস্ত দেয়া হয়েছে।	মামলাটি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। জমা দেয়া ডকুমেন্টস আদালতে দাখিলের ব্যবস্থা করতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম।
২৯.	বাশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির বিরুদ্ধে পূর্ব মালিকের ছেলে মালিকানা দাবী করে দেঃমোঃ ৪/১৫ দায়ের করেন। টাস্কফোর্সের নির্দেশনা মোতাবেক এলএ শাখা, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, চট্টগ্রাম; জেলা রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম; উপজেলা রেজিস্ট্রি অফিস, বাঁশখালী ও সাতকানিয়ায় উক্ত জমির রেকর্ড পত্র একাধিকবার অনুসন্ধান করেও কোন রেকর্ড পত্র পাওয়া যায়নি। অপরদিকে মালিকানা দাবি করে মামলা দায়েরকারী দাতার ছেলের নিকট মালিকানার স্বপক্ষে সকল রেকর্ড পত্র হালনাগাদ আছে। এ মামলার বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির সাথে আপোষ হয়েছে। জমির পূর্ব মালিক মৃত্যুর পূর্বে ৪.৫ শতক জমি সাব কবলা করে দিয়েছে। মামলায় চলমান এ্যাডভোকেট কমিশনের রিপোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে হওয়ায় সরকার পক্ষ উহার বিরুদ্ধে রিভিশন মোকঃ নং ৭৩/১৫ দায়ের করলে পুনরায় সরকারের পক্ষে রায় হয়। উক্ত মামলার রায় ডিএইতে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত মামলার রেকর্ড সংশ্লিষ্ট সকল জায়গায় একাধিকবার খোজা হয়। কোথাও পাওয়া যায়নি। এছাড়াও সিআর ১৫৩/১৬ এর পরবর্তী তারিখ ২১/১০/১৮ এবং সি আর ২৩৪/১৭ এর পরবর্তী তারিখ ১৮/১০/১৮। এছাড়াও রেকর্ড সংশোধনের জন্য মামলা দায়ের করার জন্য ডিএই কর্তৃক ১২/০৮/১৮ তারিখে অনুমতি প্রদান করা হয়।	(ক) চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার ০.১২ একর জমির ডকুমেন্ট খুজে বের করতে হবে। (খ) দেওয়ানী মামলা নং-১৫৩/১৬ ও সিআর ২৩৪/১৭ তে সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। (গ) সকল মালিক কে পক্ষভুক্ত করতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, চট্টগ্রাম।
৩০.	সিলেটে ডিএই'র অধিগ্রহণকৃত ৩.১৫ একর জমির মধ্যে ২.০০ একর জমি হাসপাতালের অধিগ্রহণ করে দখল করে নেয়া হয়েছে। টিএস-৩/১৫ মোকদ্দমাটি পুনর্জীবিত হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় মন্ত্রণাল এবং ডিএই'র একটি টিম সিলেট পরিদর্শন করতে পারেন মর্মে মতামত প্রদান করেন।	(ক) অধিগ্রহনের গেজেট সংগ্রহপূর্বক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সার্ভেয়ার দ্বারা জরিপ করে ডিএই'র জমি চিহ্নিত করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের একটি টিম সিলেট পরিদর্শন করবেন। (খ) টিএস ০৩/১৫ মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. অধ্যক্ষ, এটিআই, সিলেট গ. ডিডি, ডিএই, সিলেট।
৩১.	কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার জমি সংক্রান্ত সিপিএল এ দায়ের করা হয়েছে এবং ১১টি রেকর্ড সংশোধনী জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালতে মোকদ্দমা নং-১৬০০৮/১৪, ৫১৭৫/১৫, ৫১৮১/১৫, ৫১৮৩/১৫, ৫১৮৪/১৫, ৫১৮৫/১৫, ৫১৮৭/১৫, ৮১৩০/১৫, ৮১৩১/১৫, ৮১৩৪/১৫ এবং ৮১৮৬/১৫ দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলাসমূহ চলমান আছে। উক্ত মামলাসমূহের পরবর্তী শুনানীর তারিখ ছিল-২৬/০৬/২০২০ এবং ২৯/১৭ এর শুনানীর তারিখ-২৮/১১/২০১৮। ইউএও নিজে মামলাটি পরিচালনা করেন।	(ক) অবশিষ্ট ৪টি ডকুমেন্ট জেলা প্রশাসকের এলএ শাখা হতে সংগ্রহ করতে হবে এবং মামলায় দাখিল করতে হবে। এলএ কেসের গেজেট খুজে বের করতে হবে। (খ) দায়েরকৃত মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, কিশোরগঞ্জ।
৩২.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনার ডিডি অফিসের কার্যালয়টি ১৯৫৭-৫৮ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত জমিটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত হওয়ায় তা ডিএই'র নামে হস্তান্তর করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা	(ক) এলএ শাখা এবং এলএ রেকর্ড রুমে যোগাযোগ করে ১৯৫৭-৫৮ সালের এলএ কেস নথি এবং ১৯৫৮-৬০ সালের এলএ কেসের গেজেট খুজে বের করতে হবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় হতে বিজি প্রেস	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, খুলনা।

	প্রশাসক, খুলনা- কে ২৯/০৮/১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য ডিডি, ডিএই কর্তৃক ১১/১২/১৬ তারিখে সভা আহবান করলেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর উপস্থিত থাকেনি। উক্ত জেলা অফিসের এলএ শাখার রেকর্ডরুমের এলএ রেজিষ্টারে ১৯৫৭-৫৮ সালের এলএ কেসসমূহ দেখা এবং ১৯৫৮-৬০ পর্যন্ত এলএ কেসের গেজেট বিজি প্রেস বা ডিসি অফিস, খুলনায় খুজে দেখা যেতে পারে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-কে পত্র দেয়া যেতে পারে।	এবং ডিসি অফিস, খুলনা-কে পত্র দিতে হবে। (খ) মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-কে পত্র দিতে হবে।	
৩৩.	ডিএই'র নরসিংদীর ও মাধবদী সীড স্টোরের জমির মালিকানা দাবীতে স্থানীয় পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ডিএই কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়েরের অগ্রগতি এবং মামলার নম্বর সংগ্রহ করে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও এলএ কেস নং- ১০৭/১৯৬২-৬৩ খুজে পাওয়া গিয়েছে। পেপার বুক তৈরী করে হাইকোর্টে জমা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। মহামান্য হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকায় ত্রি-পক্ষীয় সভায় আলোচনা হয়নি।	এলএ কেস নং- ১০৭/১৯৬২-৬৩ এর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত মামলায় সামিল করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করতে হবে।	ক. ডিজি, ডিএই খ. ডিডি, ডিএই, নরসিংদী।
৩৪.	যাত্রাবাড়ি প্লান্ট প্রোটেকশন গোডাউনের জমি সংক্রান্ত এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত ১.৪৪ একর জমি অধিগ্রহণের পর হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ডিএই এর পিপি গোডাউন/বীজাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো । মামলা পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১১/১০/১৮ (এসডি)। সিটি জরীপ সংশোধনের জন্য সরকার পক্ষে দায়েরকৃত মামলা ৫৯১/১৩ এর পরবর্তী তারিখ ১৪/১১/১৮খ্রিঃ আবেদনের শুনানী। মালিকানার দাবীতে খোরশেদ আলম ৪৬৬/১৩ নং মামলা দায়ের করেছে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৪/১০/১৮খ্রিঃ (এসডি)। মালিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড পুনঃলিখন করা হয়েছে। এসি ল্যান্ড অফিসে ৭টি বোনাফাইড মিসটেক মামলার মধ্যে ৬টি মামলা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে পুনরায় এসি ল্যান্ড এর নিকট ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। একটিতে আদেশ হয়েছে। উচ্চ আদালতের মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত।	ক) মামলা সমূহের ফলো আপ করতে হবে। খ) এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর নথি তল্লাশি অব্যাহত রাখতে হবে। জেলা প্রশাসকের সহযোগিতা নিতে হবে।	১। ডিডি, ডিএই, ঢাকা ২। এমএও, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৫.	চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর উপজেলার ১৮ শতক বেদখলীয় জমি নিয়ে সরকার পক্ষে সহকারী জেলা জজ আদালতে বন্টননামা মামলা ১০১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৭/১০/১৮ খ্রিঃ রায় প্রদানের জন্য। জমিটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এলএ কেস এর গেজেট এবং দখল হস্তান্তর পত্র আছে। তাছাড়া উপজেলার মিনাজপুর মৌজায় সাবেক পাট বিভাগীয় ০.১৬৫ একর বেদখলীয় জমি কৃষি বিভাগের নামে নামপত্তন পূর্বক হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে এবং দখল গ্রহণের জন্য অত্র দপ্তর থেকে ১৬/০১/২০১৭ খ্রিঃ ২০/১(৩) নং পত্র মোতাবেক ডিডি, ডিএই, চুয়াডাঙ্গার মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডিডি, চুয়াডাঙ্গার চাহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি প্রেরণ করা হয়েছে। ডিসি, চুয়াডাঙ্গা দুই পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পূর্বক উচ্ছেদ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।	ক) মামলাটি যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) পাট সম্প্রসারণের মিউটেশনকৃত জমির দখলদার উচ্ছেদের জন্য উচ্ছেদ মামলা দায়ের করতে হবে।	ইউএও, জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা
৩৬.	বেগমগঞ্জ উজেলার ৮৩ শতক জমির গেজেট পাওয়া গেছে। ডিএই'র নামে রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে। জমি ১ নং খতিয়ান হতে শুন্য খতিয়ানে দেওয়া হয়েছে। তারা মঞ্জিল ভবনের মালিক রীট পিটিশন নং ৫৫০৮/২০১৪ দায়ের করেছে। মামলায় ডিসি'কে বিবাদী করা হয়েছে, কৃষি বিভাগকে বিবাদী করা হয় নাই। দুলাল মিয়া নামে এক ব্যক্তি জমির মালিকানা দাবী করে দেঃ মোঃ ৯১/২০১৫ দায়ের করেছে। মামলার পূর্ববর্তী তারিখ ১৬/০৮/২০১৮ ছিল।	ক) নতুন ২টি মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) সীমানা প্রাচীর নির্মানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	ইউএও, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ও উপ-পরিচালক, ডিএই, নোয়াখালী।
৩৭.	উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার সংস্কারের অভাবে ব্যবহার অযোগ্য থাকায় সমস্যা হচ্ছে। দেঃ মোঃ নং-৮/১৪ দায়ের হয়েছে । পূর্ববর্তী তারিখ ২৮/০৮/১৮খ্রিঃ ছিল। ০১/০১/১৯৬৩ খ্রিঃ তরিখে ০৯ শতক জমি দলিলমূলে পাওয়া গেছে। দাগ নং ১২০১৫ এর স্থলে ১২০১৬ লেখা হয়েছে। সলেনামার মাধ্যমে দাগ নম্বর সংশোধন করা হবে।	ক) কমল নগরের চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার জমির সরকারী স্বার্থ বজায় রেখ সলেনামা করতে হবে। খ) বীজাগার সংস্কারের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে প্রেরণ করতে হবে।	ইউএও, কমলনগর লক্ষীপুর ও উপপরিচালক, লক্ষীপুর
৩৮.	টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার পাটাখাগুরী মৌজার ১০ শতক জায়গার বাটোয়ারা মামলা ২২/০৯ দায়ের হয়। রেকর্ড সংশোধনের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ০৬/১৩ মামলা করা হয়েছে। গত ২৩/০৪/১৫ তারিখে রিভিউ আদালত কর্তৃক গৃহিত হয়। মামলার শুনানীর তারিখ এখনও ধার্য হয়নি। মামলা নং ১৭২/১২ এর পরবর্তী শুনানীর তারিখ- ২৫/০৩/২০১৯খ্রিঃ এবং ২১৮১/২০১৪ মামলটির পরবর্তী শুনানীর	ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে ও অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) সরকারী জায়গায় সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে ও ফলোআপ করতে হবে। গ) জেলা প্রশাসকের সহায়তায় জমির রেকর্ড	ক. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা। খ. ইউএও, বাসাইল,

	তারিখ- ০৬/০২/২০১৯ খ্রিঃ। ৭ টি উপজেলার এলএকেসের নম্বর সংগ্রহ হয়েছে। মধুপুর, সখিপুর, গোপালপুর ও ধনবাড়ি সীডষ্টোরের জমি বেদখল হওয়া বিষয়ে আলোচনা হয়। মধুপুর উপজেলার নামজারীকৃত ৩৩ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক বেদখল হয়েছে। রেকর্ডপত্র ও নামজারীর কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। মধুপুর উপজেলার জমির রেকর্ড সংশোধনি মামলার ২৩/৫/১৫ তারিখের রায়ের কপি পাওয়া গেছে। উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল জানান যে, জমি দখলে রাখার জন্য এয়ার স্ট্রীপের জায়গায় অবশিষ্টাং বউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন।	সংশোধন ও নামজারীর ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘ) এয়ার স্ট্রীপের জায়গায় অবশিষ্ট বউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের জন্য বছর ব্যপি ফল উৎপাদন প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ঙ) সকল মামলার হালনাগাদ তথ্য আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	টাংগাইল ও উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল।
৩৯.	কালিয়াকৈর উপজেলার ৩১ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিজ্ঞ আদালতে ১৫৮/০৯ মামলা করা হয়েছে। ৫ শতাংশ ভূমি বেদখলে আছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেদখল মর্মে থানায় জিডি করেছেন। ২য় যুগ্ম জেলাজজ আদালতে উচ্ছেদ মামলা ১১১/১৪ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২২/১০/২০১৮খ্রিঃ সাক্ষীর জন্য।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও, কালিয়াকৈর গাজীপুর
৪০.	গাজীপুর সদর উপজেলার সালনায় আর এস খতিয়ান অনুযায়ী কৃষি বিভাগের সীড ষ্টোর ছিল। বর্তমানে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। জমিটি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভূক্ত। বোর্ড বাজারের গাছায় প্রধান সড়কের সাথে ১০ শতাংশ ভূমি রয়েছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাদের স্থপনা নির্মান করেছে। চান্দনা চৌরাস্তার ডিএই এর ১০ শতাংশ জায়গাায় সীডষ্টোরে বর্তমানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ২টি পরিবার বসবাস করছে জানা যায়। এ সকল জমির কোন রেকর্ডপত্র পাওয়া যায় নাই। সিএস ও আর এস পরচা সংগ্রহ হয়েছে। সালনা ও গাছার কাগজপত্র অনুসন্ধান চলছে। সরকার পক্ষে দেঃ মোঃ নং ২৪৭/১৫ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৫/১১/১৮।	ক) চান্দনা ও গাছা এর জমির গেজেট বিজি প্রেস/ বার লাইব্রেরী হতে সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা ও জমি জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে ইউএও নিজে যাবেন। খ) বাসন ইউনিয়নের ইসলামপুর মৌজার ১০ শতক জমিরদখল উচ্ছেদের মামলা করতে হবে। ডিডি গাজীপুর ব্যবস্থ্ নিবেন। গ) রেকর্ড অফিসে খোঁজ নিতে হবে, এসি ল্যন্ড অফিসে যেতে হবে। দ্রুত মামলা দায়ের করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, গাজীপুর, ডিডি, ডিএই, গাজীপুর
৪১.	কাপাসিয়া, গাজীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ ক) চাঁদপুর ইউনিয়নের জমিঃ এসএএও কোয়র্টারের জমি ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের বিষয়ে ১৬/১৪ নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করা হয়। চেয়ারম্যান আপাততঃ কাজ বন্ধ রেখেছেন। মামলাটির তারিখ ছিল ১০/০৭/২০১৮। মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য সমঝোতার নমুনা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মামলা প্রত্যাহারের জন্য অনুমতি প্রয়োজন। খ) কাপাসিয়া ইউনিয়নের বানার হাওলা মৌজার জমিঃ এলএ কেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত পিপি গুদামের ১৭ শতক জমি ডিএই'র দখলে ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা আছে। জনৈক শামসুন্নাহার গং জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর আদালতে ৩৮৮/২০১১ মামলা করে। মামলাটি আদালত পরিবর্তন হয়ে ৩য় যুগ্ম জেলাজজ আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে। মামলাটির শুনানীর জন্য ছিল ২০/০৮/২০১৮ খ্রিঃ।	ক) মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) জরুরী ভিত্তিতে জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে । গ) আদালতে খোঁজ নিয়ে ৩৮৮/২০১১ মামলার পরবর্তী তারিখ জানাতে হবে।	ইউএও, কাপাসিয়া, গাজীপুর
৪২.	এটিআই, শেরপুর এর মোট জমি ৪২.১৯ একর। এর মধ্যে ২৮.৫১ একর এর গেজেট পাওয়া গিয়েছে। বাকী ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশিত হয় নাই। গেজেট প্রকাশের জন্য জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। ৭৩.৫ শতক জমি নিয়ে ২টি মামলা চলমান। ১৭ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে ৪১১/১২ মামলাটি সীফ্ট হয়েছে। ৯/৩/১৬ তারিখ সরকার পক্ষে রায় হয়েছে। ৫৬.৫ শতক জমি নিয়ে জেলা জজ আদালতে ৩০৪/০৭ নং বাটোয়ারা মামলা চলমান। মামলার পরবর্তী তারিখ ২১/১০/১৮খ্রিঃ।	ক) মামলার যাথাযথ তদারকি করতে হবে। খ) ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, উপ-সচিব আইন ও ভূমি মন্ত্রনালয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে। গ) দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘ) সার্ভেয়ার দিয়ে জমির সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর
৪৩.	চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা এর পাট সম্প্রসাণের ১৬ শতক জমি নিয়ে সহকারী জজ আদালতে টিএস- ২৪৮/১৩ মামলা দায়ের করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিসকেস করতে পরামর্শ দেয়। মিউটেশনের জন্য সহকারী জজ আদালতে টিএস-১০৭/১৩ দায়ের করা হয়েছে। দেঃ মোঃ ৯৮/১৫ দায়ের হয়েছে। মামলাগুলোর পরবর্তী তারিখ জানা দরকার।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও, সদর, চুয়াডাঙ্গা।
৪৪.	অতিরিক্ত পরিচালক, রাঙ্গামাটি, জানান যে, ডিএই রাঙ্গামাটির মোট জমির পরিমাণ ১৩.৬২ একর। এর মধ্যে ২.৯২ একর জায়গা বেদখলে আছে, যেখানে অবৈধ স্থাপনা আছে। এখানে ৫ টি মামলা চলমান আছে। জমির নামজারি করার জন্য এসিল্যান্ড বরাবর আবেদন করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার হর্টিকালচার সেন্টার সমুহ এবং জেলা ও উপজেলার মোট ১৫.১৯একর জমি বেদখলে আছে। জেলা জজ আদালত রাঙ্গামাটি এর দেঃ আঃ মামলা নং ১৭/২০১২ এর রায়ের বিরুদ্ধে টেন্ডার নং ৮৭৯	ক) হর্টিকালচার সেন্টার বনরূপা এর জমিতে অবৈধ দখল ঠেকাতে উদ্যানতত্ত্ববিদ নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করবেন। অতিরিক্ত পরিচালক রাঙ্গামাটি এবিষয়ে সার্বিক সহযোগীতা করবেন। খ) সিভিল আপীল মামলা নং ৩৮/২০১৭ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি।

	দায়ের হয়েছে। কিন্তু উক্ত জমি বাদী দখল এবং ভবন নির্মানের চেষ্টা চালাচ্ছে। বনরূপা হর্টিকালচার সেন্টারের ১৫ শতক জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ১০৮/২০১১। একই সেন্টারের ২.৫ একর জমি নিয়ে দেঃ আঃ মোঃ ৭৩/২০১২। এডি অফিসের জমির উচ্ছেদ মামলা ১৯৫/১৩ এর রায় সরকারের পক্ষে হয়েছে। বাদী সিভিল আপীল নং ৩৮/২০১৭ দায়ের করেছে। বনরূপা হর্টিকালচার সেন্টারের সিভিল স্যুট মামলা নং ১৪৩/২০০৮। বালাঘাটা বান্দরবান এর মামলা নং ১৫৫/১২। মামলাগুলোর নতুন তারিখ জানা দরকার।	গ) বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলাসমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। ঘ) ১৭/২০১২ মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে টেন্ডার নং ৮৭৯ এর পরবর্তী সিভিল রিভিশন নং জানাতে হবে।	
৪৫.	হর্টিকলচার সেন্টার, নোয়াখালী এর ১৯৬৯ সনে কোলানাইজেশন অফিসার কর্তৃক ১৫.৬৬ একর এবং এল এ নথি ১২/৯২-৯৩ ও ২৭/৯৭-৯৮ মূলে যথাক্রমে ৩.২৬ একর ও ১.৯১ একর সাকুল্যে ২০.৮৩ একর জমির মধ্যে ১৮.৪৬ একর হাল রেকর্ড হয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নামে। তবে দখলে ডিএই রয়েছে। ৩১ ধারা রায়ের বিরুদ্ধে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর রিভিউ আবেদন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক এবং ডিএই'র তথ্যে সামঞ্জস্য নাই বলে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ডিডি নোয়াখালীকে পত্র দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় লোকজন দেঃ মোঃ নং ১৭৮/১৫ দায়ের করেছে। মামলার শুনানীর তারিখ জানা দরকার।	ক) জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। খ) আইন অধিশাখার সহযোগিতা নিতে হবে। গ) মামলার জবাব দাখিল করতে হবে।	উপ-পরিচালক, নোয়াখালী এবং নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার নোয়াখালী।
৪৬.	সোনাগাজী, ফেনী ডিএই এর চরচান্দিয়া ইউনিয়নের এসএএও অফিস কাম বাসভবনের বিষয়ে ৩১ ধারায় স্থানীয় চেয়ারম্যান বাদী হয়ে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে ১৭৯৫৫/১৪ নং মামলা দায়ের করেছেন। গত ০৯/০৫/১৪ তারিখে রায় হয়। রায়ের কপি পাওয়া গিয়েছে। দাগনভূইয়া-১০ শতক জমি কৃষি বিভাগের উপসহকারী কোয়ার্টার আছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করা প্রয়োজন। ডিএই'র নামে নামজারি করা হয়েছে। দেলোয়ার হোসেন গং বাদী হয়ে দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৬ দায়ের করেছে। মামলাটির নতুন শুনানীর তারিখ জানা দরকার।	ক) ৩নং মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের জমি ডিসির নামে, তা ডিএই এর নামে রেকর্ড করতে হবে। খ) রেকর্ডপত্র খোঁজা অব্যাহত রাখতে হবে। গ) জমির সীমানা প্রাচির নির্মানের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে পাঠাতে হবে। ঘ) দেঃ মোঃ নং ১৩৮/১৬ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও সোনাগাজী, ফেনী ও উপপরিচালক, ডিএই, ফেনী
৪৭.	এটিআই গাজীপুর এর জমির বিষয়ে জেলা জজ আদালত গাজীপুর দায়েরকৃত রিভিশন মামলাঃ আপীল মামলা নং ১/০৯ এর মূলনথি তলব করা হয়েছে। বন্টননামা মামলা নং -১৬/১২ এবং দে: মো: নং ২৫৫/১৭ এর শুনানীর তারিখ জানা দরকার।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) দখল উচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে হবে।	অধ্যক্ষ এটিআই, গাজীপুর
৪৮.	নাটোর সদর উপজেলার ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে হাইকোর্টে দায়েরকৃত সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় ডিএই পক্ষভূক্ত নাই। পক্ষভূক্ত করার জন্য ফাইল সলিসিটর অফিস হয়ে এখন এটর্নী জেনারেলের কার্যালয়ে আছে। পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য এ্যাডভোকেট নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ডিএই'র বীজাগারের জমি নিয়ে জনৈক ব্যক্তি সিঃ সহঃ জজ আদালত সদর নাটোরে দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ দায়ের করেন। মামলাটির পরবর্তী তারিখ জানা দরকার।	ক) সিআর ২২০১/২০১৪ মামলায় পক্ষভূক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খ) দেঃ মোঃ ২১৪/২০১৫ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, নাটোর সদর
৪৯.	উপজেলা কৃষি অফিস, সিরাজদিখান মুন্সীগঞ্জঃ নতুন একটি দেওয়ানী মামলা ১৪৮/২০১৬ দায়ের হয়েছে।	ক) দেঃমোঃ ১৪৮/২০১৬ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ

বিঃ দ্রঃ হাইকোর্টে চলমান মামলাসমূহের অনলাইনে খোঁজ নেওয়ার জন্য www.supremecourt.gov.bd এই ওয়েব সাইটে খোঁজ নিতে হবে।

অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
কিংকর চন্দ্র দাস
পরিচালক
প্রশাসন ও অর্থ উইং
পক্ষে-মহাপরিচালক
ফোন-৯১১১৭৩৮

স্মারক নং১২.০১.০০০৩.২৯.০৭.০২২.২০১২(১)-৬৪(৭৭) তারিখঃ ৬/০১/২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। পরিচালক, সরেজমিন/ হর্টিকালচার/ প্রশিক্ষণ/ উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ ক্রপস/সংগনিরোধ/ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,.. অঞ্চল (সকল)।
৩। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ খাদিমনগর, সিলেট/ শেরপুর/ শিমুলতলী, গাজীপুর।
৪। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/ গাজীপুর/ বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/ খুলনা/ ফরিদপুর/ ময়মনসিংহ/ গাইবান্ধা/ কুমিল্লা/ চুয়াডাঙ্গা/ নোয়াখালী/ লক্ষ্মীপুর/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ কিশোরগঞ্জ/টাঙ্গাইল।
৫। প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬। উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, নুরবাগ, গাজীপুর/ বনানী, বগুড়া/ সোহবানবাগ. সাভার, ঢাকা।
৭। উপজেলা কৃষি অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা/ বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ সদর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, গাজীপুর/ জীবননগর ও সদর. চুয়াডাঙ্গা/ সদর, মুন্সীগঞ্জ/ সদর, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর/ সদর, ফরিদপুর/ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/ কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ গোদাগাড়ী, রাজশাহী/পাঁচলাইশ, বাশখাঁলী, রাউজান, চট্টগ্রাম/ সোনাগাজী, ফেনী/ সদর, নাটোর/সদর, নরসিংদী/জৈন্তাপুর, সিলেট/সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।
৮। উদ্যনতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার/ আসাদগেট, ঢাকা/গুলশান, ঢাকা / হর্টিকালচার সেন্টার, ধানবাড়ী, টাংগাইল ।
৯। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড়, যাত্রাবাড়ি/ মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১০। নার্সারী তত্ত্বাবধায়ক, হর্টিকালচার সেন্টার নোয়াখালী/ পোড়াবাড়ি, গাজীপুর।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ উপ সচিব , আইন অধিশাখা)।
২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।
৩। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।
৪। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ ও সাপোর্ট সার্ভিসেস), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫। উপ-পরিচালক (প্রশাসন) , ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা ।
৬। উপ-পরিচালক (আইসিটি), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। টাস্কফোর্স সভার কার্যবিবরণী শিরোনামে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩/১/১৯
কবীর আহমেদ
উপপরিচালক (এলএসএস)
ফোন- ৯১২৫০৫৩